ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৩৫
আগরতলা,২ জুলাই,২০২৫

ক্রীড়া সাংবাদিকদের কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী
প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আজকের দিনে সাংবাদিকতায় বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব

আজ বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলা প্রেস ক্লাবে ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। কর্মশালায় রাজ্যের প্রায় ৫০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা বলেন, যেকোনও পেশায় সর্বোচ্চ সফলতা পেতে গেলে দক্ষতা উন্নয়ন খুবই প্রয়োজনীয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এ ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা সময়োপযোগী। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আজকের দিনে সাংবাদিকতায় বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সদিচ্ছা থাকলে যেকোনও বাধা অতিক্রম করে সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সঠিক দিশা নির্দেশও প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সহায়তায় রয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। কলকাতার বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ক্রীড়া সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেবেন। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী গৌতম ভট্টাচার্য্যকে সংবর্ধনা জানান।

ক্রীড়া সাংবাদিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সাধারণ মানুষের সামনে খেলার বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়গুলি সরলভাবে উপস্থাপন করতে গেলে সাংবাদিকদের ঐ খেলা সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে এ ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মানুষের জানার কোনও শেষ নেই, তাই জানার আগ্রহও থাকতে হবে। কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাঁর জীবনে ব্যাডমিন্টন খেলা, ক্রসকান্ট্রি দৌড়, ফুটবল খেলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে টেলি-সাংবাদিকতা শুরু করার উপর বিশেষ জোর দিতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, খেলাধুলার প্রতি যাদের আগ্রহ রয়েছে তারাই এই পেশায় যুক্ত হয়ে থাকেন। ২০১৮ সালের পর রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৫০টি খেলার মাঠের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামোর নামকরণ রাজ্যের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের নামে করা হচ্ছে।

২-এর পাতায়

খেলোয়াড়দের আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানে ত্রিপুরা স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট স্কিম এবং ত্রিপুরা স্টেট ট্যালেন্ট সার্চ কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন আগামীদিনে রাজ্য থেকে আরও অনেক খেলোয়াড় অলিম্পিকের মতো আন্তর্জাতিক আসরে অংশগ্রহণ করবেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার বলেন, রাজ্যে প্রথমবারের মতো ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার সাংবাদিক বান্ধব। সাংবাদিকগণ নিজেদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী ও অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য।

*****